বহুমুখী প্রতিভা হুমায়ুন কবির

বুলবুল আহমেদ

সৃষ্টিশীলতা ও প্রতিভা যাঁদের বহুমুখী তাঁদের মূল্যায়ন সব সময় সংকটময়। তাঁদের সৃষ্টির বিচিত্রগামিতা থেকে বিশেষ কোনওটিকে নির্বাচন বেশ কঠিন। আর তাই বহুমুখী প্রতিভা বঞ্চিত হন সম্মানজনক মূল্যায়ন থেকে। এই সমস্যাই তৈরি হয় হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯) বিষয়ে আলোচনায়। সাহিত্য, দর্শন ও রাজনীতি এই তিন বিভাগে তিনি আগ্রহী ও সক্রিয় ছিলেন। অথচ কোনও একটি পরিচয়ে চিহ্নিত করাতে না-পারায় প্রত্যেক রায়কে বলতে শুনি— রাজনীতিই হুমায়ুন কবিরের সাহিত্যিক প্রতিভার অকাল মৃত্যুর কারণ। "পথের শেষ কোথায়" বইতে বন্ধু আবু সয়ীদ আইয়ুব লেখেন— 'আমাদের বন্ধুত্বের ভাবগত ভিত্তি ছিল সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং শাস্ত্র-মানা আনুষ্ঠানিক ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির প্রতি প্রবল ও সোচ্চার বিতৃষ্ণা। অক্সফোর্ডে গিয়ে হুমায়ুন ইংরেজি সাহিত্য ছেড়ে প্রধানত দর্শনেরই চর্চা করলো ও কীর্তিমান হয়ে ফিরে এল। ফিরে এসেই অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেল অধ্যাপনার কাজ নিয়ে, রাধাকৃষ্ণনই ডেকে নিলেন তাকে। কিন্তু অল্পকাল পরেই সে রাজনীতিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বোধহয় আবুল কালাম আজাদ ও ফজলুল হকের চুম্বকী ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে। কিন্তু তার Art, Monad and Society বইখানি যখন প্রকাশিত হল তখন তাকে উঁচুদরের দার্শনিক বলে স্বীকার করতেই হল। হুমায়ুনের ব্যক্তিত্ব বিকাশে বহুবিধ শক্তির সমাবেশ দেশে ও বিদেশে অনেকের প্রশংসা অর্জন করেছিল।'

এমন এক ব্যক্তিত্বের আবশ্যিক চর্চাটুকু এই বাংলায় হয়নি। হুমায়ুন কবির তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বে যে সব গুণকে সমাহৃত করতে পেরেছিলেন সে কারণেই তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে ব্যাপক চর্চা হওয়া স্বাভাবিক ছিল। ভারতভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করতে যাননি। তাঁর মতো মেধাবি ও প্রগতিশীলের পক্ষে হয়ত সম্ভবও ছিল না। ভারতের কেন্দ্রীয় রাজনীতির আবর্তে ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করেন। তাঁর লেখা 'বাঙলার কাব্য'-র মতো অন্তর্ভেদী বইয়ের তুলনা পাওয়া ভার। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'চতুরঙ্গ' মুক্তদৃষ্টির সাহিত্য-পত্রিকার অনন্য মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। 'নদী ও নারী' তাঁর রচিত এক ভিন্নধর্মী তুঙ্গ-স্পর্শী উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বইগুলোতে এর স্থান হয়নি। বাংলার এই অংশে তাঁর সম্পর্কে চর্চা সঙ্গত ছিল। দুর্ভাগ্যজনক সত্য যে তা হয়নি। আর সে কারণে দৃষ্টান্ত তৈরি হয়। আর আমাদের ঋণ বাড়ে।

আমাদের না-পারা কাজটি করে ঢাকা থেকে প্রকাশিত ছোট পত্রিকা 'ঊষালোকে'। মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পাদিত পত্রিকার দুটি হুমায়ুন কবির সংখ্যা আমরা পেয়েছি এক মলাটের মধ্যে। এই পত্রিকার প্রথম অংশে (ঊষালোকে। নবপর্যায়। প্রথম সংখ্যা। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০১) আমরা পাই হুমায়ুন কবিরের উপন্যাস "নদী ও নারী"। এই উপন্যাসের চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশির রচিত চিত্রনাট্য যার অনুমোদন হুমায়ুন নিজে চিঠিতে লিখেছিলেন— 'The script has been written with full of delicacy and Pain'; মুর্তজা বশিরের সাক্ষাৎকার, আর আছে 'নদী ও নারী' সংক্রান্ত ছটি আন্তরিক আলোচনা। এই আলোচনা করেছেন আবু রুশদ, মহম্মদ মিয়ানুর রহমান, আহমদ মাযহার, মাসুদুল হক, অনিরুদ্ধ কাহালি ও জাফর আহমদ রাশেদ। আবু রুশদের লেখাটি আগে শিবনারায়ণ রায় সম্পাদিত 'জিজ্ঞাসা'-য় প্রকাশ হয়। এর

হুমায়ুন কবিরের সাহিত্যালোচনায় অনিবার্যভাবে আসে দেশ-কাল-সমাজ-পরিপার্শ্ব সংক্রান্ত এক মিশ্রিত বিরাট আয়তন। এখানেই সমসাময়িকদের সঙ্গে তাঁর বিরাট পার্থক্য। তাঁরই দু'টি বাক্য 'সামাজিক পটভূমিকাই কাব্যের বিকাশ' আর 'প্রতিভা সকল ক্ষেত্রেই অলৌকিক হলেও সামাজিক পরিবেশেই তার প্রকাশ'— তাঁর মনোপ্রতিন্যাসের কথা জানিয়ে দেয়। জীবনানন্দ দাশের

ক্ষেত্রের মূল্যায়ন থেকেই আশ্চর্যজনক ভাবে তিনি প্রায়ই বাদ পড়ে গেছেন। তাঁর সাফল্যসমূহের প্রাপ্য পরিচিতি হয়নি। যদিও জানি আমরা, সবগুলো ক্ষেত্রে তাঁর অবদান এক সঙ্গে মনে রাখলে তাঁর মতো 'নানা গুণসমন্বিত' ব্যক্তিত্ব সত্যই বিরল আমাদের সমাজ-ইতিহাসে। তাঁর সম্পর্কে যে ক'জনকে বলতে বা লিখতে দেখি প্রায়ই তাঁদের দীর্ঘশ্বাস অনুভব করা যায়, কোনও একটি বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি আরও বেশি ব্যাপত না থাকায়। অন্নদাশংকরের

কিছু বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করা যায় না। আবু রুশদ 'নদী ও নারী' উপন্যাসে বালক মালেকের কুমির শিকারের অনুষঙ্গে Earnest Hemingway-র বিখ্যাত উপন্যাস "The Oldman and the Sea"-র সান্তিয়াগোর মাছ শিকারের কথা বলেন। ইংরাজি সাহিত্যের কৃতী ছাত্র হুমায়ুন কবিরের এই নদী ও নদী-সংলগ্ন জনপদ কেন্দ্রিক উপন্যাসে বিদেশি প্রভাব কাহিনি বিন্যাসে থাকলেও 'The Oldman and the Sea'-র প্রভাব ভাবা যায় না। খোঁজ করে দেখা যাচ্ছে "নদী ও নারী"র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ১৯৫০ সালে আর 'The Old man and the Sea' প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। অতএব এই বক্তব্যের বাস্তব ভিত্তি থাকে না।

এই সংকলনের দ্বিতীয় অংশ (ঊষালোকে নবপর্যায়। দ্বিতীয় সংখ্যা। জানুয়ারি-মার্চ ২০০২) সমৃদ্ধ হয়েছে হুমায়ুন কবিরের 'বাঙলার কাব্য' মূল পাঠ, আহমদ ছফা ও আব্দুল মান্নান সৈয়দ কৃত দু'টি ভিন্ন সংস্করণের মুখবন্ধ, এই বই সংক্রান্ত দশটি সাম্প্রতিক আলোচনায়। 'বাঙলার কাব্য' প্রকাশের সমকালীন আলোচনাটি অমলেন্দু বসুর এবং তা চতুরঙ্গ পত্রিকায় (শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৫) প্রকাশিত হয়। আমরা পেয়েছি মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহকৃত হুমায়ুন কবিরের গ্রন্থপঞ্জি।

হুমায়ুন কবিরের 'বাঙলার কাব্য' আমাদের ভাষায় প্রথম প্রয়াস যাতে সাহিত্যও সংস্কৃতি বিচারের সময় ভৌগোলিক ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে সঠিক মর্যাদা দেওয়া হয়। এর ভূমিকায় তিনি নিজেই আমাদের জানিয়েছেন— 'সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলার কাব্যধারার বিস্ময়কর বিকাশের পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়ার দিন আজো বোধ হয় আসেনি। তার জন্য ভৌগোলিক ঐতিহাসিক ও সামাজিক যে তথ্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন তাও আজ পর্যন্ত অসমাপ্ত। সে বিষয়ে অভাববোধও বেশি দিনের কথা নয়। অথচ সেই পটভূমির অভাবে বাঙলার কাব্যে বাঙালীর মানসের বিকাশ বোঝা যায় না;কারণ ব্যক্তির মধ্যে সমাজ মনের প্রকাশেই কাব্যের জন্ম। পশ্চাদপটের সেই অভাব পরিপূরণের চেষ্টায়ই বর্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির উদ্ভব।' আর পাঁচটা সাহিত্যের ইতিহাসকারের মতো তিনি তাঁর আলোচনা তথ্য ও উদ্ধৃতির মাধ্যমে কণ্টকিত করেননি। এই বই বাঙালির ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক ও মনোজগতের পরিচয়বাহী এক অকাট্য দলিল। জীবন নির্বাহের প্রয়োজনীয় উপকরণের সহজলভ্যতা বাঙালির চিত্তে রস সঞ্চারে যথেষ্ট প্রেরণা জোগায়। সেকালে বাংলার আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি এমন স্থানে এসেছিল যার ফলে সহজেই উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের অনেক আগে বাংলার সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিকাশ। আর এই ব্যবস্থার সহজ ও আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে বাংলার কবি ও তার কাব্য।

"কবিতার কথা" মহত্তম বাঙালি কবির কবিতা-ভাবনা ও তার বেদনা-বোধ, আর "বাঙলার কাব্য" সম্পর্কে অমলেন্দু বসু বলেন— 'কোনো শিক্ষিত বাঙালি স্বেচ্ছায় এ বই অপঠিত রাখবেন এমন মনে হয় না।'

ঊষালোকে-(নবপর্যায় ১ম ও ২য় সংখ্যা)সঃ মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ/ঢাকা/ ২০০.০০

Review of Ushaloke
Chaturanga
Oct 2003-March 2004
Page 82-84